দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাট্য সংস্কৃতি ও বালুরঘাট

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট খুব ছোট্ট শহর। পূর্বে ধুলা বালুতে পূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর ও মন্থর ছিল এই শহর। শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের উত্তর ভাগে দিনাজপুর জেলার আত্রেয়ী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত একটি গন্ডগ্রাম ছিল বালুরঘাট। কোনো বন্দর, হাসপাতাল, ব্যবসাকেন্দ্র কিছুই ছিল না। নদীর উভয় তীরে জঙ্গলময় স্থান গুলিতে কেবল কিছু মন্দির ছিল। আজ প্রায় সবই লুপ্ত। ১৯০৪ সালে বালুরঘাট মহকুমা শহরে পরিণত হয়। পতিরাম থেকে থানা সরিয়ে আনা হয় বালুরঘাটে। ১৮৯৬ সাল থেকে মুন্সেফী (চৌকি) ছিল। সেখানে মাত্র দু-চার জন উকিল ছিলেন। মহকুমা শহর গড়ে ওঠার পরে বালুরঘাট একে একে হাসপাতাল, ব্যবসাকেন্দ্র, বিচারালয় প্রভৃতি গড়ে উঠল। বালুরঘাট মহকুমা শহরে পরিণত হবার পরে বিভিন্ন কার্যসূত্রে পাবনা, ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, যশোহর প্রভৃতি জেলা থেকে বহু মানুষ এসেছিল। সে সময়ে আনন্দ অনুষ্ঠান বলতে কীর্তন ও যাত্রাগানই হতো। সময়ে সময়ে কোনো ধনী ব্যক্তির গৃহে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি আনন্দ অনুষ্ঠানে কবি, খেমটা গানের আসর বসত। আবার তখন বালুরঘাটে স্টেজ বেঁধে নাটক অভিনয় হতো। নাটকের প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায় ১৯০৯ সাল থেকে কয়েকজন নাট্যপ্রিয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায়।

১৯০৯ সালে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ১৯০৯ সালের পূর্বেও বালুরঘাটে নাটক পরিবেশিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক সন্তোষ নন্দীর মতে, ''বালুরঘাটে নাটক অভিনয়ের সূচনা হয়েছিল প্রয়াত উকিল সতীন্দ্রনাথ বসুর পিতার বহির্বাটিতে আল্‌গা স্টেজে অভিনীত 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের মধ্য দিয়ে। নাট্যমন্দিরের যশস্বী অভিনেতা প্রয়াত জীবু রায়ের পিতা প্রয়াত মতিলাল রায়ের মূল উদ্যোগে। নাটকটি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। জনসমাগমও হয়েছিল প্রচুর। এ সবই বিংশ শতাব্দীর শুরুর ঘটনা। ভিন্নমতে ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস ভবনে''[১] বালুরঘাটের নাটকের সূচনা। তবে প্রমাণাভাব রয়েছে। শোনা যায় ''১৯০২ সালে মঞ্চ বেধে 'বেহুলা লখীন্দর' নাটক অভিনীত হয়েছিল এবং এতে বেহুলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য।''[২]

১৯০৯ সালে শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর রায়, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ সান্যাল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত অধিকারী প্রমুখ নাট্যপ্রিয় ব্যক্তি স্টেজ বেঁধে নাটক করার প্রয়াসী হন। আত্রেয়ী নদী যেখানে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়েছে ঠিক তার উপরে দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বিরাট একটি আটচালা টিনের মাটির কোঠার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত ময়দানে। উক্ত টিনের মাটির কোঠায় প্রথমে হাসপাতাল, তারপরে সাব-রেজেষ্ট্রী অফিস এবং তারও পরে

বালুরঘাট কংগ্রেস অফিস হয়। ঐ ময়দানে বহু মনীষী, দেশ নেতা তাঁদের মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মৌলভী জালালউদ্দিন হাসেমী ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ হেন তীর্থ সুলভ স্থান বর্তমানে নদীগর্ভে নিমজ্জিত। নরেশ ব্যানার্জীর মতে, ''বাঁধের উপরই এ ঘর ছিল।''[৩] ঐ স্থানে স্টেজ বেঁধে দুটি নাটক অভিনীত হলেও তার নাম জানা যায় না।

১৯০৯ সালেই উক্ত নাট্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে 'বালুরঘাট থিয়েট্রিকাল এসোসিয়েশান' নাম দিয়ে একটি নাট্যসংস্থা গড়ে তুললেন। কেবলমাত্র নির্মল আনন্দ লাভের উদ্দেশেই উক্ত সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯১১ সালে স্বর্গীয় সপ্তম Edward-এর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে 'বালুরঘাট থিয়েট্রিকাল এসোসিয়েশানের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'The Edward Memorial Dramatic Club'। Gorge-V এর রাজ্যভিষেক উৎসব (Coronation Ceremony) পার হওয়ার মাস কয়েক পরে নাট্যদলটিকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করবার জন্য বালুরঘাটের ভদ্রসম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের একটি সভা আহ্বান করে কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হল। ১৯০৯ সালে 'বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়শন' গঠিত হল আর ১৯১১ সালে ''The Edward Memorial Dramatic Club'' -এর প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতি তৈরী হল এবং এই কমিটি কিছু নিয়মকানুনও স্থির করলো। ''The Edward Memorial Dramatic Club'' -এর কার্য নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন -

শ্রী রাধাচরণ ভট্টাচার্য	-	অনারারী সেক্রেটারী
শ্রী উমেশ ব্যানার্জী	-	সহকারী সেক্রেটারী
শ্রী শশাঙ্ক শেখর রায়	-	ম্যানেজার
শ্রী নলিনীকান্ত অধিকারী	-	সভাপতি
শ্রী চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়	-	স্টেজ ম্যানেজার
শ্রী বিভূতিভূষণ সান্যাল	-	সহকারী স্টেজ ম্যানেজার
শ্রী আশুতোষ ঘোষ	-	মোশন মাস্টার
শ্রী ব্রজেন্দ্র বসু	-	বিজনেজ ম্যানেজার

কার্যকারী কমিটির সদস্য ছাড়াও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন - অবিনাশ চন্দ্র মিত্র, বিজয় গোপাল রাহা, ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, দুর্গানাথ দাস, গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য, হারাণ চন্দ্র দত্ত,

যোগেন্দ্র নারায়ণ সরকার, যোগেন্দ্র হকার, যোগেন্দ্র নাথ সিংহ, যদুনাথ ঘোষ, যতীশচন্দ্র মিস্ত্রি, কমলাকান্ত সরকার, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গোস্বামী, নিবারণ সাই, প্রভাত রায়, রামযাদব চক্রবর্তী, রামরতন দাস বৈরাগী, রমেশ তরফদার, রামলাল মিত্র, সুরেন্দ্র বাগচী, সুরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, সত্যচরণ দাস, সূর্য্যকুমার মুখার্জী, সুরেন্দ্র নাথ দত্ত।

সমিতি, অভিনেতা তৈরী হলেও অভাব ছিল নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রেক্ষাগৃহ ও মহলা দেবার গৃহের। ১৯১০ সালে মহকুমা হাকিম হয়ে আসেন সুরেশ চন্দ্র সেন, সুরেশ চন্দ্র সেনের শ্যালক কনট্রাকটার শশাঙ্খ শেখর রায় কন্ট্রাকটারী করার জন্য জমি কিনেছিলেন এবং বর্তমানে যেখানে সুরেশরঞ্জন পার্ক সেখানে ইটভাটা খুলে ছিলেন। শশাঙ্ক শেখর বাবু 'The Edward Memorial Dramatic Club' - এর স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য জমি দিয়েছিলেন। Club - এর স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ১৯১৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। সুভাস সমাজদার উল্লেখ করেছেন প্রসিডিংসের রেকর্ড অনুসারে ''শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত অধিকারী, নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, যোগেশ চন্দ্র রায়, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র চন্দ্র বাগচী ও জ্ঞান চন্দ্র সেনের উপস্থিতিতে ক্লাবের স্টেজ ও গৃহ নির্মাণের জন্য সাধারণ মেম্বর শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র রায়কে Plan Estimate তৈরী করার ভার দেওয়া গেলো।''[৪] 'Dramatic Club' এর ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৪শে মার্চ ৫০০.০০ টাকা ঋণ করে। মঞ্চ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহ ১০০০০.০০ টাকা খরচ হয়েছিল। এই দশ হাজার টাকার মধ্যে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, বাকি ছয় হাজার টাকা ঋণ করা হয়েছিল। আবার অন্য তথ্যও পাওয়া যায় - সুভাষ সমাজদার তাঁর ''দূর অতীতের পৃষ্ঠা থেকে'' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ১৯১৪ সালের ৩রা জুন সভার প্রস্তাব ছিল -''ড্রামাটিক ক্লাব গৃহের কাঠ শিলিগুড়ি হইতে অনতিবিলম্বে আনানো আবশ্যক। কিন্তু ফান্ডে টাকার অভাব হওয়ায় বালুরঘাট টাউন ব্যঙ্কে ১ টাকা সুদে সাত হাজার টাকা কর্জ লওয়া হইল।''[৫] শশাঙ্ক শেখর রায় মহাশয়ের ইটভাটা থেকে স্কুলের ছাত্ররা ছুটির পর ইট বহন করে আনত। নাটককার ড. মন্মথ রায় স্বয়ং এই নাট্যমন্দিরের ইট বহন করেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। ''খুব কাছেই ছিল একটা ইঁটখোলা। সেখান থেকে ইঁট বয়ে এনে তা থিয়েটারের জমিতে ফেলার কাজে আমরা পাড়ার ছেলের দল মেতে উঠলাম। এবং আজ আমার এই বয়সেও পরম গর্ব যে, ওখানে পরে যে স্থায়ী নাট্যশালাটি গড়ে উঠলো, তার ভিত -এ আমার বয়ে আনা ইঁট আর তার মেহনৎ আছে''[৬]।

তদানীন্তন বালুরঘাটবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টায়, তথাচিত দানে, উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই বালুরঘাটের নাট্যমন্দির তৈরী হয়েছিল। আর ঐ বিশাল নাট্যমন্দির পূর্বের সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। নাট্যমন্দিরের স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য নাটক প্রেমী মানুষগুলি যে কী পরিমানে পরিশ্রম করেছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা সামান্য অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ১৯১৪ সালের ৩ রা জুন সভার প্রথম প্রস্তাবে ছিল ''শ্রীযুক্ত

রাম যাদব চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত কিরণ গোপাল সাহা এবং জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রত্যেকে ৩টি করিয়া বালকের আহারের ভার গ্রহণ করায় তাহাদিগকে ক্লাব ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে।'' [৭] উক্ত প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় চাঁদা আদায় করার জন্যই বালকদের প্রতিপালিত করেছিল। টাকা প্রতি দুই আনা কমিশন আদায়ের ব্যবস্থাও করেছিল কার্যকরী কমিটি। আবার কখনো ১৫০.০০ টাকার বিনিময়ে হোসেন পুরের শশী চৌধুরীর বাড়িতে দুটি শো-র ব্যবস্থা করেছিল নাট্যমন্দির।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বালুরঘাট War Relief Fund নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়, মহকুমা হাকিম Abdul Muzzaffor উক্ত কমিটির সভাপতি এবং উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন। ২৯শে অক্টোবর ১৯১৪ এর প্রস্তাব থেকে জানা যাচ্ছে ''ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাঁদা মফ:স্বল থেকে সংগ্রহ করা দুরহ। তাই ড্রামাটিক ক্লাবের চাঁদা সংগ্রহের সহিত War Relief -এর চাঁদা একত্রিত হোক এবং War Relief Fund - এর চাঁদা আদায়ে ড্রামাটিক ক্লাবের মেম্বাররা সাহায্য করুক''[৮]। ড্রামাটিক ক্লাব Relief Fund এর জন্য চাঁদা তুলেছিলেন ১৫৭ টাকা। সংগৃহীত চাঁদা War Relief Fund - এ দেওয়া হয়েছিল-এবং অবশিষ্ট চাকা দিয়ে নাট্যমন্দির লাইব্রেরী, দুটি হোস্টেল, মসজিদ ও পার্কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। নির্মাণ করা হল ইঁটের দেওয়ালের উপরে করোগেট টিনের চাল দ্বারা স্থায়ী গৃহ এখনও পাকা দেওয়ালের উপরে টিনের চাল রয়েছে। যদিও তার বহু সংস্কার করা হয়েছে। ১৯১৪ সালের ২৯শে অক্টোবর তৎকালীন জেলা শাসক মুজফর আহমদের তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে দিনাজপুরের জেলা শাসক J.A.Ezechiel Esqr. ICS "Edword Memorial Dramatic Hall" এর উদ্বোধণ ঘোষণা করেন। বালুরঘাটে নাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠা, অভিনয়ের দ্বারা আনন্দ পরিবেশন, জনগণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি জানা যায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী রাধাচরণ ভট্টাচার্যের রিপোর্টে। রিপোর্টটি তুলে ধরা হল।

''Report read at the Opening Ceremony of the Edward Memorial Dramatic Hall (New Premises) on the 29th October, 1914 (Open by J.A Ezechiel Esqr. I.C.S. District Magistrate, Dinajpur)

REPORT

Mr. Chairman and Gentleman

The Origin of this institution may be treated as early as the year 1909, Balurghat is a dull and unhealthy place and though the subdivisional Headquarters were opened here in 1904 there was no kind of diversion which the people might take recourse to after day's hard work in office was over. To break the monotony of the place, in the

year 1909 some of the present members of the Club with the help of some local people formed a theatrical party which might provide for giving pure and innocent amusement to the people. Babu Atul Chandra Dutta was our Subdivisional Officer at the time, and though he had full sympathy with the project the party did not make much progress during his time.

Generally the party began to attract the notice of the general public of Balurghat and during the time of our late subdivisional Officer. Babu Suresh Chandra Sen, who was one of its patrons and who took, so long as he was here, deep and kind interest in its welfare and tried to advance its cause in every possible way, the institution made rapid and satisfactory progress in all possible directions. It was in his time that when the Divisional Commissioner F.J Monaham Esqr. I.C.S and the District Magistrate F.W Strong Esqr I.C.S. came here in their winter inspection tour, the party staged and entertained them with the perfomance of play Hariraj and it will not be out of place to mention here that both of them appreciated the play and expressed their satisfaction at it.

In February, 1912 this party gave an entertainment to our former District magistrate Mr. Lambadue who expressed his written opinion in the following terms - "I had the pleasure of witnessing performance of Hariraj by the balurghat amature theatrical party and can say I enjoyed it very much and was much impressed by the staging and acting of the play ** on 22.2.12".

This club had the good fortune of giving entertainment to our kindhearted District Magistrate and the Supdt. of police, who are present here to-day on occasion previous to this and we have not yet been able to know from them as to how the party acquainted themselves on these occasions.

At the time of the Coronation Darbar Celebration of our present King Emperor in year 1911 last the party was asked to give entertainment to the people and the party did its part as well that officials and non-officials alike were very much pleased with that they said and expressed their appreciation in high and eulogistic terms. It was at

the time that the party took its name as "The Edward Memorial Dramatic Club" with the object of commemorating the memory of our late beloved kind Edward VIII.

A few months after the coronation Ceremony was over it was thought necessary that the club should be brought to a more permanent and sounder basis and with that object in view, a meeting of the Balurghat gentry and general public was held in which an executive Committee was formed with babu Nalini KantaAdhikary, B.L. as its President, my humbleself as its Secretary, Babu Umesh chandra Benerji, Muktear as Asst. Secretary and Sasanka Shekhar Roy as its manager.The club also got amongst others Babu Rajendra Nath Sanyal & Maharaj Bahadur sing Zamindar of the Sankarpur Estate as its patrons. Some rules and regulations were framed at the time for the guidance of the members of the Club and strict discipline was enjoyed always to be kept amongst the players.

While the institution was going on this way for some time Babu Nalini Kanta Adhikary tendered his resignation. Moulavi Abdul Mozaffar Ahamed, B.L our subdivisinal Officer, was unanimously elected President in his place it was through his untiring action and energetic creation that the club has arrived at its present state of permanency.

Though the Club had been in existence from 1909 it had always been suffering from many difficulties and various disadvantages for want of building of its own; at when it was high time that the party should have a permanent stage and the members failed to secure a suitable site for the purpose Babu Sasanka Shekar Roy, Manager of this Club offered to make a free gift of a piece of land or the construction of a permanent house for the Club. The committee at once accepted this generous offer with thanks, expressed its gratefulness to him and decided to construct a building upon it.

The Club was so long maintained by public donations and subscriptions realised from its members and though the regular expenditure could have been barely met from the money thus received; no surplus was left of that money for any other purpose. So after the free gift of the land we got, the present building was constructed with money obtained by taking a loan of Rs. 500/-. The present building which our popular

and generous hearted District Magistrate has kindly consented to open to-day will cost about Rs. 10,000/- with the stage and other necessary equipments. But of this about Rs. 4000/- have been received by collection from donations, of the remaining Rs. 6000/- the club has liability to the extent of about Rs. 3000/- by way of loan and unpaid price of materials which requires to be cleared very soon.

Our energetic and kindhearted Subdivisional Officer wants to make this Institution a complete success and is trying all possible means to realise money for this purpose; and if he goes on working in this way and if the generous public extend their helping hand and contribute liberally to the fund we have no doubt that the money required will be easily realised and our debts will very soon be cleared and the stage with all its requirements will be completed before the end of this year.

The committee does not find sufficient words to express its appreciation of the fatherly interest which our present Sub-divisional Officer is taking for the success of this institution without which it would have been impossible for the Committee to go on with the work they took in hand, and for this the Club shall always remain grateful to him. And as a mark to true appreciation of the services rendered by him to this institution the Committee with the help of the members of the Dramatic Club has made an oil painting of our President Moulavi Abdul Mozaffar Ahmed ready to be kept in the hall which, I have the pleasure to ask you, Mr. President, to unveil to-day. The Committee prays that our present Subdivisional Officer, before he goes away, will kindly see his way, and if necessary, in consultation with our sympathetic Magistrate, to leave the Institution in a more sound financial condition.

The Committee also expresses its appreciation of the services rendered by the members who did the work of Coolies by carrying brick from the brick field and helped the construction of the building by doing other menial works. The names of Babus Matital Mukherjee and Umesh Chandra Banerjee may specially be mentioned as they also helped the President in collecting subscriptions for the purpose.

The Committee is grateful to Babu Rajendra Nath Sanyal, Zaminder and his co-sharers for allowing the theatrical party to use their old dispensary building, free of charge, for a pretty long time.

The thanks of the Committee are also due to our D.B Overseer and P.W.D. & L.B. Overseers and also to the P.W.D. Sub-divisional Officer Babu Sris Chandra Bhattacharjee and District Engineer of Dinajpur who helped us with their professional advice in course of the construction of this building.

With these few words I request our kindhearted and sympathetic District Magistrate to declare the Edward Memorial Dramatic Club Hall open and to unveil the oil painting and express on behalf of the Committee our gratefulness to him for the troubles he had taken in coming here all the way from Dinajpur to perform this ceremony.

Sd/- R.C. Bhattacharjee

Secretary

29.10.14'' [৭]

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রথম সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ ভট্টাচার্যের উক্ত প্রতিবেদনে হয়তো ছাপার ভুলে Edward-VII স্থলে Edward VIII হয়েছে। কারণ ইতিহাস প্রমাণ করে-

Edward VII (Albert Edward)-
British & India (Emperor)-22 January, 1901 to until death (1910).

George V-
British & India (Emperor)-6th May 1910 to until death (1936).

Edward VIII-
British & India (Emperor)-20 January, 1936 to 11th December 1936.

নাট্যমন্দির অভিনেতাদের কাছে ছিল তীর্থ ক্ষেত্রের মত। সুদৃঢ় শঙ্খলা ছিল নাট্যমন্দিরের বড় সম্পদ। এখনও নাট্যমন্দিরের কিছু নিয়মকানুন সকলে মেনে চলে। 'The Edward Memorial Dramatic Club' (১৯১১) থেকে যে নিয়মগুলি মেনে চলা হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

(১) ''মেম্বারগণ ১ দিন অর্থাৎ প্রত্যেক মাসের ৪দিন রিহার্সেল দিতে বাধ্য থাকিবেন। বিশেষ কোনো কারণে সেক্রেটারীর আদেশ অনুযায়ী অন্য দিনেও রিহার্সেল দিতে হইবে।

(২) মেম্বারগণ তামাকু ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না এবং কোনো প্রকার অশ্লীল কি নিন্দনীয় ব্যবহার কি কার্য্য করিতে পারিবেন না।

(৩) সিন, ড্রেস, বাদ্যযন্ত্রাদি প্রভৃতি থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ভার সেক্রেটারী যে মেম্বারগণের ওপরে ন্যস্ত করিবেন তাঁহারা যথাযথভাবে সেই ভার বহন করতে পর্বতোযত্নে কার্য্য করিবেন।

(৪) উপরোক্ত থিয়েটারের স্থায়িত্ব, উন্নতি এবং পোষণ সম্বন্ধে মেম্বারগণ যত্নবান হইবেন।''[১০]

এছাড়াও সভ্যদের শপথও করতে হতো। ১৯১১ সালের সেই অঙ্গীকার পত্রের নমুনা - ''আমরা বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারগণ এতদ্বারা অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় নিয়মাবলী অবগত হইয়া উক্ত নিয়মাবলীর শাসনাধীন থাকিয়া কার্য করিতে বাধ্য থাকিব।

ইতি-

রাধাচরণ ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক শেখর রায়, রামযাদব চক্রবর্তী, নলিনী কান্ত বাগচী, চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র বাগচী, সত্যচরণ সাহা।''[১১]

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সভ্যপদ পাওয়াও ছিল যেন একটি গর্বের বিষয়। প্রথমে নাট্যমন্দিরের নানান কাজকর্ম করতে হত, নানা হুকুম পালন করতে হতো। অনেক পরে সদস্যপদ পাওয়া যেত ২৫ পয়সার বিনিময়ে। সেই সঙ্গে নাট্যমন্দিরের নিয়মকানুন কঠোর ভাবে পালন করতে হত। সেই ১৯১২-১৯১৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নাট্যমন্দিরের সভাপতি হন পদাধিকার বলে S.D.O. সাহেব। নরেশ বন্দোপাধ্যায়ের (১৯২৯) সম্পাদকের পূর্বে পর্যন্ত নাট্য মন্দিরের একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল - সেটা হল অভিনেতাদের মধ্যে কেউ সম্পাদক হতে পারবে না। কিন্তু অভিনেতা নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনার কাল থেকে অভিনেতারাও সম্পাদক হন।

বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাল থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যন্ত এডয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যরা থিয়েটার পরিচালনা করতেন নিষ্ঠাবান সৈনিকের মত কঠোর নিয়মানুবর্তিতায়। ১৯১৫ সালের ৩রা জানুয়ারী সভার সর্বসম্মতিক্রমে ক্লাবটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। ঐকতান বাদন (Orcherstra)

২। কার্যনির্বাহক বিভাগ (Business Department)

৩। অভিনয় বিভাগ (Drama Department)

কার্যনির্বাহক বিভাগকে আবার তিনভাগে ভাগ করেছেন - (ক) আলো (খ) সিন বা দৃশ্য (গ) পেন্টিং। প্রত্যেকটি ভাগের দায়িত্বে থাকবেন একজন পরিচালক। নাট্যপ্রেমী মানুষগুলির নিষ্ঠা ধৈর্য, সততা, ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে। তাই তাঁরা একদিকে যেমন কোনো অপমান সহ্য করতে পারেন নি, তেমনি আবার প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায়ও কাতর হয়ে পড়েছেন। ১৯২২ সালে, ইংরেজ শাসন। এস.ডি.ও. ম্যাজিস্ট্রেট চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন পদাধিকার বলে ড্রামাটিক হলেরও সভাপতি। ড্রামাটিক হলের সদস্যদের প্রস্তাবিত টাকা (২০) থেকে তিন টাকা বেশি খরচ হয়েছিল। তাই চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরের সদস্যদের ভৎর্সনা করেছিলেন। ''২৮শে জানুয়ারী, ১৯২২ কার্যনির্বাহিক সমিতির সভ্য শ্রী নলিনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় দিনাজপুর জেলা কালেক্টর মহোদয়কে এস. ডি. ও. সাহেবের আচরণ এবং সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কালেক্টর বলিয়াছেন অতিরিক্ত তিনটি টাকা দিলেই হইবে - তার উত্তরে চক্রবর্তী মহাশয় জানাইলেন সেই টাকা দেওয়া হইয়াছে। তখন কালেক্টর সাহেব বলিলেন মেম্বারদের ডাকাইয়া এস. ডি. ও. শ্রী মুখোপাধ্যায়কে দুইটি মিষ্টি কথা বলিতে হইবে এই কথা শোনার পর প্রেসিডেন্ট পূর্ব হইতে লিখিত ইস্তফাপত্র বাহির করিয়া পড়িয়া শুনাইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।''[১২] আবার ১৯১২ সালের ২৪শে মার্চ সভায় প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ''ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, সাব ডিভিশন্যাল অফিসার মহাশয়ের আকস্মিক বদলীতে ড্রামাটিক ক্লাব মর্মাহত। সমস্ত সভ্যদের লইয়া একটি ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে।''[১৩] ''নাট্যকার ড. মন্মথ রায়ের পিতা দেবেন্দ্রগতি রায়ের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করিতেছে ..... এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র অত্র ক্লাবের আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্খী শ্রীমান মন্মথ রায়ের প্রতি ও তাঁহার শোকস্তপ্ত পরিবারের প্রতি এই সভা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে''[১৪]।

বালুরঘাটে বহু স্বাধীনতা সংগ্রাম গঠিত হয়েছিল। বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরে স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২৩), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), ছত্রিশা আন্দোলন, তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)। উক্ত সমস্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে বালুরঘাট। চল্লিশের দশক উত্তাল সময়ে আন্দোলিত। ১৯৪০- এ মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ, ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্হিত হল ভারতবর্ষ থেকে, ১৯৪৩ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১৯৩৯ - ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিটল বটে, বাঙ্গালীর উপলব্ধি করেছিল ফ্যাসিবাদের উত্থান, বিস্তার ও পরাজয়ের পরিণাম। ১৯৪৬ সালে সম্প্রাদায়িক দাঙ্গা বাঙ্গালী মনুষ্যত্বের যেটুকু বেঁচেছিল তারও অপমৃত্যু ঘটল। এই দশকেই তৈরী হয়েছিল ''ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'' (১৯৪২)। উক্ত সংঘের একটি শাখা হল ''ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'' (১৯৪৪)। চল্লিশের দশকে অস্থিরতা থেকে বালুরঘাট রক্ষা পায়নি। বালুরঘাট শহরের রঙ্গমঞ্চ গুলিও উক্ত সময় পরিস্থিতিকে পরিহার করতে পারেনি। বলা যায় সংক্রামক ব্যাধির মত বালুরঘাট রক্ষা পায়নি।

বাংলা তথা ভারতবর্ষকে আক্রমন করেছিল। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই দক্ষিণ দিনাজপুরে (তৎকালীন দিনাজপুর) সংগঠিত হয়েছি কাকনা ডাকাতী, তিলনী ডাকাতী, হিলি মেল ডাকাতি।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন রাজপুরুষদের রোষ এই প্রতিষ্ঠানকেও ভোগ করতে হয়েছিল। ফলে দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার দরুণ বহু সিন্-সিনারী, জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মেরামতির অভাবে নাট্যমন্দির (ড্রামাটিক ক্লাব) জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালে নাট্যমন্দিরকে (ড্রামাটিক ক্লাব) রক্ষাকরার জন্য কল্যানী টকিজের (পূর্বতন পপুলার টকিজ) মালিক শ্রীরণজিৎ বসু মহাশয়কে দীর্ঘমেয়াদী লিজ (Lease) দেওয়া হয়, ড্রামাটিক ক্লাবের গা দিয়ে অশ্বত্থের চারা গুলো মাথা উঁচু করে উঠেছিল। শ্রীরণজিৎ বসু লিজ নেওয়ার পরে ড্রামাটিক ক্লাবের নানা রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নানা বিধ সংস্কার করেন। Lease এ থাকাকালীন বছরে ১৪ দিন ড্রামাটিক ক্লাব অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করা যেত।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল এল ভারতবাসীর বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। ভারতবাসীর সর্বত্র পরিবর্তন দেখা গেল। সেই সময়ে The Edward Memorial Dramatic Club এর গা থেকে ইংরেজ গন্ধটাও দূরীভূত করা হলো। ১৯৪৮ সালের ১১ই আগষ্ট The Edward Memorial Dramatic Club এর নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' (১৯০৯) তৈরী হলো। আর বালুরঘাটের নাট্যামোদী মানুষের চেতনায় তা হল সবুজ কিংবা বলা যায় নাট্যমন্দিরের পবিত্র ছোঁয়ায় নাট্যামোদী মানুষ হল সবুজ। নাট্যমন্দিরের নাম পরিবর্তনের সময় পর্যন্ত ড্রামাটিক ক্লাব কল্যাণী টকিজের আওতায় ছিল। রণজিৎ বসু মহাশয় মেরামতির ব্যয় কিছুটা দান (Donation) করেছিলেন। ১৯১৪ সালে তৈরী ইটের দেওয়ালের উপর করোগেট টিনের চাল দিয়ে তৈরী স্থায়ী গৃহটি হল বর্তমানের নাট্যমন্দির। কেবল মাত্র গৃহের ভেতরে ডেকোরেশনটা পরিবর্তন করা হয়েছে। ''বহু বছর পূর্ব থেকে লোকের ধারণা ছিল যে নাট্যমন্দিরের যাত্রা শুরু ১৯১১ (মতান্তরে ১৯১৩) কিন্তু আইনজীবী স্বর্গীয় নরেশ ব্যানার্জীর পুরানো ফেলে দেওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে ১৯০৯ সালের ''বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'' নামাঙ্কিত একটি কাঠের প্রচার পত্র পাওয়া যায় এবং সেটি আবিষ্কার করেন পুরাতত্ত্ববিদ অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী।''[১৫]

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বালুরঘাটে অভিনীত নাটকের বেশির ভাগ ছিল পঞ্চাঙ্ক। চল্লিশের দশকের পূর্বে পর্যন্ত ঐতিহাসিক ও ভক্তি মূলক নাটক বেশি অভিনীত হত। প্রতিটি নাটক মঞ্চস্থ হতে কমপক্ষে ৫/৬ ঘন্টা সময় লাগত। অবশ্য তদানীন্তন দর্শকগণ দীর্ঘস্থায়ী নাটক পছন্দ করতেন। নাটককার, পরিচালকদের নির্দেশ ছিল অবশ্য মান্য। অভিনয়ের ক্ষেত্রে নায়কদের Dialogue (সংলাপ) হত খুবই দীর্ঘ। এবং একটানা বলতে হত। উচ্চস্বরে অভিনয় না হলে তার অভিনয় কেউ শুনতেই চাইতোনা। তাই তৎকালিন ভালো Actor হতে হলে গলার স্বর খুব উঁচু ও চড়া হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

নাটক শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথমে Concert বাজতো কমপক্ষে ১৫ মিনিট। তার পর ঘন্টা বাজলে ড্রপসিন উঠলে Dancing Boy দিয়ে একটি উদ্বোধনী সংঙ্গীত হতো। এরপর নাটক আরম্ভ হতো। নাট্যমন্দিরের নাটক শুরু হওয়ার পূর্বে নিয়মই ছিল নৃত্যপটু ছেলেদের দিয়ে নাচ করানো। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী রাখা হত এবং একজন নৃত্য শিক্ষক থাকতেন। নৃত্যপটু ছেলেরা নাট্য মন্দিরের সভ্যদের বাড়িতে থাকত। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী নিজের বাড়িতে ছেলেদের আশ্রয় ও খাবার যোগাতেন। ''.....এছাড়াও ছিল থিয়েটার নাচুনে দুই ছেলে নীলকান্ত মুখার্জী ও দেবেন্দ্র চ্যাটার্জী মোট প্রায় ১৫/১৬ জন। উমেশচন্দ্র হাসিমুখেই এবং অক্লান্ত পরিশ্রমেই সংসার চালাতেন।''[১৬]

স্বাধীনতার পূর্বে বালুরঘাটে মহিলা অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয় নি। নারীর ভূমিকা পুরুষদেরই করতে হতো। পুরুষদের নারীর ভূমিকায় অভিনয় ছিল নিখুঁত। নারী ভূমিকায় অভিনয় করতেন - দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন সেন, রামরতন দাস প্রমুখ। অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিন্তাহরণ মুখার্জী, গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য, কমলা কান্ত সরকার, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, মোহিনী মোহন গোস্বামী, নলিনীকান্ত অধিকারী, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, রাম যাদব চক্রবর্তী, রামলাল মিত্র, সুরেন্দ্র বাগচী, সত্যচরণ দাস, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল ঘোষ, কালিদাস চক্রবর্তী, প্রমথ নাথ খাঁ, কামিনী মোহন দাস, শরৎ গোস্বামী, বিনোদ বিহারী ঘোষ, দেবেন্দ্র গতি রায়, গোলাম রব্বানী, দেবেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী, নীলকান্ত মুখার্জী, গোবিন্দ প্রসাদ গাঙ্গুলী, রমাকান্ত সমাজদার, ইন্দুভূষণ সেন, কমলাপতি চ্যাটার্জী, শ্রীপতি চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ রায়, দীনবন্ধু বাবু, মজিবর রহমান, নরেন্দ্রনাথ অধিকারী, মন্মথ রায়, নরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, রামকালী সান্যাল, সুনীল রঞ্জন চ্যাটার্জী, তারাপদ ভৌমিক, দেবেন্দ্রনাথ খাঁ, নিশিকান্ত চক্রবর্তী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, বসন্ত কুমার সরকার, ব্রজবিহারী চ্যাটার্জী, শ্যামাপদ খাঁ, সত্যনারায়ন খাঁ, ষষ্ঠীচরণ মুখার্জী, জীতেন্দ্র নাথ মুখুটি, জীবু রায়, মাখন সেন, জীতেন সমাজদার, নৃপেন্দ্রলাল ভট্ট াচার্য্য, অমলাপতি চ্যাটার্জী, ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র সেন, বীরেন খাঁ, সত্যেন্দ্রনাথ মুখুটি, শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী, শান্তিরঞ্জন গুহ প্রমুখ।

কেবলমাত্র নাটককার বা অভিনেতা থাকলেই একটি নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে না। নাটক সার্থক মঞ্চায়ন করবার জন্য মঞ্চের বাইরে থাকা মানুষগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এমনও হতে পরে তারা কোনদিন মঞ্চেই উঠেনি অথচ তাঁদের ছাড়া নাটক মঞ্চস্থ হওয়া অসম্ভব।

প্রাক্-স্বাধীনতা পূর্বে নাট্যমন্দিরে নেপথ্যকর্মী হিসেবে যাঁরা কাজ করেছেন, যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া নাটক মঞ্চস্থ হওয়া অসম্ভব তাঁরা হলেন -

১) ঐকতান বাদন বা অর্কেস্ট্রার পরিচালন - মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

২) ফ্লুটে - মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

৩) হারমোনিয়াম – নলিনীকান্ত অধিকারী ও শ্রীশ চন্দ্র বসু।

৪) তবলা ও ঢোল – শরৎ চন্দ্র গোস্বামী।

৫) বেহালায় – সহদেব চৌধুরী, বীরেন খাঁ, কামিনী মোহন দাস।

৬) প্রম্পটিং (Prompting) – রামলাল মিত্র, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭) দৃশ্য সজ্জায় – শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যচরণ দাস, ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফটিক), বিনয় চন্দ, শান্তিরঞ্জন গুহ।

৮) আলোক সজ্জায় – যোগেন্দ্র সিংহ ও জীতেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত।

৯) নৃত্য পরিচালনা – যোগেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত।

১০) অভিনেতাদের প্রস্তুত করতেন – উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১) ব্যবস্থাপনায় – জীতেন সমাজদার।

১২) পরিচালনা করতেন – আশুতোষ ঘোষ, নৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী মুখোপাধ্যায়।

১৩) সঙ্গীত – নীলকান্ত মুখার্জী।

১৪) টিকিট কাউন্টারে থাকতেন – শৈলেন রায়, কালা মিত্র।

চারের দশকের পূর্বে পর্যন্ত নাট্যমন্দিরে আলোর ব্যবস্থা বলতে প্রথম দিকে ছিল গ্যাসের আলো। ড্রপ সিনের সম্মুখে এক সারি গ্যাসের আলো জ্বলত। একটি নলের মধ্যে দিয়ে গ্যাস যেত। দুই দেওয়ালে দুটি হ্যাজাক আলো কাঠের বাক্সের মধ্যে থাকত। মঞ্চের এবং মঞ্চের উপরে একটি ''ডে-লাইট'' ঢাকনা সহ থাকত। যখন দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য অন্ধকার করার দরকার হত তখন ইঙ্গিত পেয়েই নিষ্ঠাবান কর্মী হ্যাজাক দুটির সম্মুখে কাঠের দরজা ও ডে-লাইটের ঢাকনা টেনে দিত। সম্পূর্ণ অন্ধকার হতে মোটেও সময় লাগত না এবং পরবর্তী দৃশ্যের কাজ দ্রুত গতিতে করা হতো। কোন দৃশ্য পরিবর্তন করতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগত না। অভিনেতারাও দৃশ্য পরিবর্তনের সাহায্য করতেন; যেমন কেউ যদি চেয়ারে বসে অভিনয় করতেন, কিংবা যে যে আসবাবপত্রের নিকটে অভিনয় করবেন তাঁদের নির্দেশ দেওয়া থাকত অন্ধকার হলেই সেই সেই আসবাবপত্র অভিনেতারা সেগুলি নিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসবে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত নাট্যকর্মীরা প্রচুর পরিশ্রম করে নাটকের

উপযোগী করে দৃশ্য বা মঞ্চ তৈরী করতেন। প্রায় প্রতিটি নাটকেই দেখা যেত পর পর দৃশ্যদি সাজিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য ঠিকমতো তুলে ধরতে বেশ কষ্ট হতো। অভিনেতা, সম্পাদক (নাট্যমন্দির) শ্রী নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশবে নাটক দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, ''তখন আমার বয়স ৮ বছর। পিতৃদেব শ্রী উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতিষ্ঠাতা সহকারী সম্পাদক) এর সাথে নাটক দেখতে গিয়েছি- নাটক ''হরিশচন্দ্র'' - হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ জেগে দেখছি শ্মশানের দৃশ্য। পেছনে একটি নদীর সিন - সম্মুখে কয়েকটি পোড়া কাঠ। মঞ্চের পাঞ্চ লাইট উচুতে তোলা হয়েছে। মঞ্চের মধ্যস্থলে আলো, চারিদিকটা অন্ধকার। .....হঠাৎ দেখি একজন এক বৃহৎ হাতপাখা নিয়ে Wings এর আড়াল থেকে জোরে জোরে বাতাস করছে। নদীর সিনের সম্মুখে যে ৩/৪টি কৃত্রিম লতা ঝোলানো ঐ বাতাসে তা তুলছে। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি তিনজন লোক ধীরে ধীরে জাতা ঘোরাচ্ছে - তাতে যে শব্দ হচ্ছে তাতে বোঝান হচ্ছে, যে ঝড় আসছে। ..... হঠাৎ একজন একটি রং বাতি জ্বালিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিল ওটা হলো বিদ্যুৎ চম্‌কান। ধীরে ধীরে ঐ পরিবেশের মধ্যে যখন হরিশচন্দ্র শৈব্যাকে চিনবে তখন ঝড়ের প্রচন্ড গতি দেখাতে হবে - বিদ্যুৎ চম্‌কাবে - বজ্রের শব্দ ইত্যাদি। তাই যখন শৈব্যা ও হরিশচন্দ্র কথা বলে চলেছে দেখলাম ছয়জন লোক জাতা ঘুরিয়ে চলেছে ভীষণ শব্দে (মনে হয় শোঁ শোঁ শব্দ)। একজন রংবাতি জ্বালাচ্ছে আবার নিভিয়ে দিচ্ছে - বিদ্যুতের পর মেঘ গর্জন করবার জন্য তিনজন নাট্যমন্দিরের ছাদের কাছে উঠে গিয়ে লাঠি দিয়ে টিনের মাঝে মাঝে একধার থেকে অন্যধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কড়্ কড়্ কড়াৎ শব্দ হচ্ছে নীচে নাটক হচ্ছে। এই ভাবে দেখানো হল সম্পূর্ণ দৃশ্য।''[১৭] হ্যাজাকের সামনে রঙীন কাগজ ফেলে মঞ্চে আলো সজ্জার কাজ চলত। টর্চ ব্যবহার করে আলো আধারের ব্যবস্থা করা হত। মঞ্চে গাড়ি চালানো, সীতার পাতাল প্রবেশ, পুকুরের কচুরিপানা প্রভৃতি দৃশ্য একে দেখানো হত অনেক কষ্ট করে। করোগেট টিন ফুটো করে তার উপর জল ঢেলে বৃষ্টির দৃশ্য দেখানোতেও ঝক্কি কম ছিল না।

কলকাতা থেকে বালুরঘাটের দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন ছিল না। কলকাতা যাওয়া যেমন ছিল শ্রমসাধ্য, তেমনি ব্যয়বহুল। তবুও বালুরঘাটের নাট্য প্রেমিরা এতটাই নাটক ভালোবাসতেন যে, কলকাতার মঞ্চ সফল নাটক দেখে এসে বালুরঘাটে তা করার চেষ্টা করতেন। অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ''কর্ণার্জ্জুন'' নাটক দেখে বালুরঘাটের মঞ্চেও করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার করা যেত না বলে নাটকগুলি মঞ্চ সফল হয়নি। নরেশ ব্যানার্জী, বিনয় চন্দ্র, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য অনেক পরিশ্রম ও আলোচনা করে মঞ্চ অন্ধকার করার চেষ্টা করলেন। সেই সময় থেকেই বালুরঘাটে Dark Shifting আরম্ভ হয়।

নাটকে দৃশ্যাদি ঠিক করে প্রতিটি দৃশ্য নাটককারের নির্দেশ মতো সাজিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে সত্যই ছিল শ্রমসাধ্য। নাট্যমন্দিরের প্রথম দিকে নিয়মকানুন ছিল অতীব কঠিন। নাটককার, পরিচালকের নির্দেশ সকলকে বাধ্যতামূলক মানতে হতো। দৃশ্য তৈরী করা গেলেও মঞ্চটাকে অন্ধকার করা যেত না। ১৯৪০ সালে নাট্যমন্দির কল্যাণী টকিজ লিজ নেওয়ার পর থেকে হ্যাজাকের ব্যবহার উঠে যায়। সিনেমা কোম্পানীর জেনারেটর ব্যবহার করা হতো।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত নাট্যমন্দিরের বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেনি। পঞ্চাশের দশকে নাট্যমন্দিরে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে মঞ্চের নানা দৃশ্যপট, দৃশ্যান্তরে যাওয়া, প্রয়োজনানুপাতে আলোর ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। ফ্রন্ট উইং- এ দুটি গ্রীক ছবি ঝুলতো দুপাশে। এটা ছিল পাশ্চাত্য শাসনের প্রভাব। যদিও পাশ্চাত্য প্রভাব তবুও তার মধ্যে যে রুচির প্রকাশ ছিল তা অবশ্যই আনন্দদায়ক। তৎকালীন নাট্যপ্রিয় ব্যক্তিরা কেবল নাটক করাটাই বড় বলে মনে করতেন না, পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে সঙ্গীত, আলো, আবহনির্মাণ সবক্ষেত্রেই সমস্যা ছিল।

বালুরঘাটের নাট্যচর্চা একশো বছর অতিক্রম করে গেছে, বালুরঘাট বাসীও নাট্যরসিক। তবুও নিছক টিকিট ঘরের উপর নির্ভর করে চালানো অসম্ভব ছিল সেই দিনে এবং এখনও। প্রথম থেকেই টিকিট কেটে নাটক দেখার ব্যবস্থা হলেও কোনদিনই পেশাদারী নাট্যসংস্থা নয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে সভ্যদের চাঁদা ২৫ পয়সা এবং মাঝে মাঝে হল (নাট্যমন্দির হল) ভাড়া দিয়ে এবং পৃষ্টপোষকদের আর্থিক সহযোগিতায় নাটক মঞ্চায়নের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। দর্শক ছিল উকিল, মোক্তার, উচ্চ পদাধিকারী সরকারী চাকুরে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সম্ভ্রান্ত পরিবারে কিছু মানুষ। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই চক্ভবানী কালী বাড়ি প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে সারা রাত ধরে নাট্যাভিনয় চলত বলে শোনা যায়। তখনকার দিনে (প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে) নাট্যমন্দির কি অস্থায়ী মঞ্চে গ্রীণ রুমের পর্দার পাশে প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল মুখ্য। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল তার বেশির ভাগই ছিল পৌরাণিক, ভক্তি মূলক। ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে চল্লিশের দশক থেকে দর্শকের রুচির পরিবর্তন হয়। চল্লিশের দশক উত্তাল। আগষ্ট, আন্দোলন, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদিতে বাঙ্গালীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী মরিয়া হয়ে উঠেছে। তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও কারাগার, দেবাসুর, মীরকাসিম প্রভৃতি নাটক গুলি অভিনীত হতে থাকে। নাট্যমন্দিরের অভিনেতাদের মধ্যে Blank verse এ পাঠ মুখস্থ করে অভিনয় করার আগ্রহ কম দেখা গেছে। তাই ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ এর ''নরনারায়ণ'', অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ''কর্ণার্জ্জুন'' - এর মত নাটক একাধিক বার অভিনীত হয়নি। মহকুমা শাসক সুরেশচন্দ্র সেনের সময়ে নাট্যমন্দিরের প্রথম নাটক ''হরিরাজ'' (১৯১০) প্রথম অভিনীত হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্বে নাট্যমন্দিরের (ড্রামাটিক ক্লাব) প্রযোজনায় যে সমস্ত নাটক পরিবেশিত হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল। অভিনীত নাটক গুলির প্রতিটির নাটককারের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি। যে নাটক গুলির নাটককারের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলি দেওয়া হল।

১। হরিরাজ -

২। সাবিত্রী - ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

৩। পান্ডব গৌরব – গিরিশ ঘোষ

৪। বলিদান – গিরিশ ঘোষ

৫। রানী দুর্গাবতী – মন্মথ রায়

৬। প্রহ্লাদ চরিত্র – রামকৃষ্ণ রায়

৭। সাবিত্রী সত্যবান – কালী প্রসন্ন সিংহ

৮। দেবলা দেবী – নিশিকান্ত বসুরায়

৯। দেবাসুর – ড. মন্মথ রায়

১০। শক্তির মন্ত্র – জলধর চট্টোপাধ্যায়

১১। বরুণা – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ

১২। সুদামা –

১৩। পরপারে – দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৪। দুর্গাদাস – দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৫। কংসবধ – দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৬। বঙ্গের রাঠোর – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ

১৭। উলুপী – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ

১৮। রঘুবীর – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ

১৯। মহুয়া – মন্মথ রায়

২০। পুনর্জন্ম – দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২১। দেবযানী –

২২। সর্পযজ্ঞ ও উষা –

২৩। বঙ্গে মসুলমান – ড. মন্মথ রায়

২৪। জননী – শচীন সেনগুপ্ত

২৫। বিজয়া (শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ) – স্বয়ং শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৬। প্রফুল্ল - গিরিশ ঘোষ

২৭। ষোড়শী (শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ) -

২৮। শাজাহান - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২৯। তোমরাই - অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্যরূপ

৩০। রেশমী রুমাল-

৩১। রাষ্ট্র বিপ্লব - শচীন সেনগুপ্ত

৩২। হরিশচন্দ্র - মনোমোহন বসু

৩৩। পথভ্রষ্ট-

৩৪। মীরকাসিম - গিরিশ ঘোষ / ড. মন্মথ রায়

৩৫। মেবার পতন - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩৬। বঙ্গে বর্গী - নিশিকান্ত বসুরায়

৩৭। বিশ বছর আগে - বিধায়ক ভট্টাচার্য

৩৮। কারাগার - মন্মথ রায়।

৩৯। কর্ণার্জ্জুন- অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৪০। নরনারায়ণ - ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সভ্যবৃন্দের নামের তালিকা

১৯০৯

আশুতোষ ঘোষ

অবিনাশ চন্দ্র মিত্র

ব্রজেন্দ্র নাথ বসু

বিভূতি ভূষণ সান্যাল

বিজয় গোপাল রাহা

চিন্তহরণ মুখার্জী

ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী

দুর্গা নাথ দাস

গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হারাণ চন্দ্র দত্ত

যোগেন্দ্র নারায়ণ সরকার

যোগেন্দ্র হকার

যোগেন্দ্র নাথ সিংহ

যদুনাথ ঘোষ

যতীশ চন্দ্র মিস্ত্রি

কমলা কান্ত সরকার

মতিলাল মুখোপাধ্যায়

মোহিনী মোহন গোস্বামী

নলিনী কান্ত অধিকারী

নিবারণ সাঁই

প্রভাত রায়

রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য

রাম যাদব চক্রবর্ত্তী

রামরতন দাস বৈরাগী

রমেশ তরফদার

রামলাল মিত্র

শশাংক শেখর রায়

সুরেন্দ্র নাথ দত্ত

সুরেন্দ্র বাগচী

সুরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

সত্যচরণ দাস

সূর্য্য কুমার মুখার্জী

উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১২

ভবানী মোহন কর

যোগেশ রায়

যদু নাথ রায়

নলিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী

প্রসন্ন কুমার নিয়োগী

১৯১৩

জ্ঞান সেন

কুলদা কান্ত বাগচী

রজনী মোহন গুহ

১৯১৪

আজিজুল হক

অরিণি সুধন কুন্ডু

হীরালাল দাসগুপ্ত

গিরিধারি দে

কানাই লাল ঘোষ

কালিদাস চক্রবর্ত্তী

মহেন্দ্র নাথ বসু

প্রমথ নাথ খাঁ

শেষ প্রকাশ সান্যাল

১৯১৫

অতুল মিত্র

অধর বাবু

বিজয় দত্ত

জীতেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত

যোগেন্দ্র নাথ সরকার

কামিনী মোহন দাস

নগেন্দ্র নাথ মিত্র

নন্দ বাবু

রাজিব সেন

সহদেব চৌধুরী

শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ বসু

শরৎ গোস্বামী

তারাপদ রায়

উপেন্দ্র নাথ পাল

১৯১৭

বিনোদ বিহারী ঘোষ

দেবেন্দ্র গতি রায়

গোলাম রব্বানী

নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী

রেবতী মোহন সেন

১৯১৯

অন্নদাচরণ দাশগুপ্ত

অতুল মোহন মিত্র

অশ্বনী কুমার মিত্র

দেবেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী

যতীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী

নীলকান্ত মুখার্জী

১৯২২

অনন্ত কুমার দাস

অক্ষয় কুমার সেন

গোপেন্দ্র নারায়ণ পাল

কুমুদ ভূষণ সরকার

তারিণী মোহন দে

১৯২৩

বিষ্ণুরথ সেন

ব.কে. মুখার্জী

দিগেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলি

গোবিন্দ প্রসাদ গাঙ্গুলি

মনিরুদ্দিন চৌধুরী

রমাকান্ত সমাজদার

ইন্দুভূষণ সেন

১৯২৪

প্রকাশ চন্দ্র গুপ্ত

১৯২৬

কমলাপতি চ্যাটার্জী

এ.কে. সাহা

শ্রীপতি চ্যাটার্জী

১৯২৭

অবনী কান্ত গুপ্ত

অনিল চন্দ্র ঘটক

বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী

বসন্ত কুমার মুখার্জী

দেবেন্দ্র নাথ দত্ত

গঙ্গেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী

যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত

মধুসূদন কর

নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

প্রফুল্ল কুমার দাস

প্রতাপ চন্দ্র গুপ্ত

রাখাল দাস ঘোষ

রাধিকা লাল সাহা

সত্যময় গুপ্ত

শ্রীনন্দন সরকার

সুধীর কুমার রায়

সুধীর কুমার ঘোষ

তারকেশ্বর গুহ

উপেন্দ্র নাথ সিংহ

উপেন্দ্র নাথ রায়

১৯২৮

বঙ্কু বিহারী মহান্ত

দীনবন্ধু বাবু

মজিবর রহমান

নরেন্দ্র নাথ রায়

নরেন্দ্র নাথ অধিকারী

সুরেশ চন্দ্র কর

শশিভূষণ দাস

ওসমান গণি

১৯২৯

বামাচরণ চক্রবর্ত্তী

যতীন্দ্র নাথ সান্যাল

মন্মথ রায়

নরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

রামকালি সান্যাল

সুনীল রঞ্জন চ্যাটার্জী

তারাপদ ভৌমিক

১৯৩১

অমূল্য রতন বিশ্বাস

বিনোদ বিহারী দাশগুপ্ত

দেবেন্দ্র নাথ খাঁ

গোপাল লাল ঘোষ

গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ

যতীশ চন্দ্র দত্ত

যমুনা বিহারী মহান্ত

১৯৩২

নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী

নিরোদ বিহারী বিশ্বাস

রাধাবল্লভ দাস

সুরেশ চন্দ্র দে

সুরেশ চন্দ্র বসাক

সুধীর চন্দ্র দত্ত

শৈলেশ চন্দ্র রায়

তারাপদ ব্যানার্জী

১৯৩৩

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

অন্নদাচরণ গুপ্তভায়া

বসন্ত কুমার সরকার

বিনয়ভূষণ দে

হেরম্ব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষুদিরাম সান্যাল

মন্মথ মিত্র

পান্নালাল দত্ত

রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস

রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী

রামলাল চক্রবর্ত্তী

শচীন্দ্র কুমার গুহ

১৯৩৪

অমূল্য ধর বাগচী

ভোলানাথ সিংহ

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

কামাখ্যা প্রসাদ নিয়োগী

নির্ম্মল কুমার সেন

শিশির কুমার দাসগুপ্ত

সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সুবোধ কুমার মুখার্জী

১৯৩৫

ব্রজবিহারী চ্যাটার্জী

হরিমোহন নিয়োগী

১৯৩৮

শ্যামাপদ খাঁ

এস. এন. সরকার

সত্যনারায়ণ খাঁ

ষষ্ঠীচরণ মুখার্জী

সুশীল দাস

দেবেন্দ্র নাথ কর

ঈশান চন্দ্র সরকার

জীতেন্দ্র নাথ মুখুটি

জিবু রায়

মাখন সেন

রাধাগোবিন্দ মহান্ত

১৯৩৯

আবদুল রহমান

জি. ভাদুড়ী

জীতেন সমাজদার

যতীন দে

মনীন্দ্র নাথ মৈত্র

এন. খন্দকার

নৃপেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য

পি.কে.রায়

ইউ. কর্ম্মকার

১৯৪০

অমলা পতি চ্যাটার্জ্জী

ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্র সেন

১৯৪১

ডাঃ সুরেন্দ্র সিংহ

১৯৪২

অনিল পদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবরঞ্জন দাস

বি. বারুড়ী

মতি দাসগুপ্ত

রথীন্দ্র বারুড়ী

শান্তি রঞ্জন দাসগুপ্ত

এস. খাঁ

১৯৪৫

অজিত ভট্টাচার্য

আবদুল গফফার

বিমলাপতি চ্যাটার্জ্জী

বীরেন খাঁ

গুগলা ঠাকুর

কুমুদ সরকার

খগেন্দ্র নাথ মিত্র

কমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

কে.পি. চ্যাটার্জী

কালিদাস সান্যাল

মনি বসাক

মনীষ চৌধুরী

নগেন্দ্র নাথ মুখুটি

শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জী

শান্তি রঞ্জন গুহ

বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা

১৯৪২ সাল ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় চারের দশক। চারিদিকে ব্রিটিশ - ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তুঙ্গে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে কোটি কোটি মানুষের জীবন দুর্বিসহ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের আতঙ্কে যখন গোটা পৃথিবী কাঁপছে - এই রকম পরিস্থিতিতে অখন্ডিত দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে আত্রাই নদীর পশ্চিম পাড়ে বোয়লদাড় গ্রামে কয়েক জন (বিশেষ করে আট জন) উন্নত সংস্কৃতি বোধ সম্পন্ন মানুষ সুদূর প্রসারী ভাবনা নিয়ে গড়ে তোলেন বোয়ালদার বারোয়ারী নাট্যসংস্থা ১৯৪২ সালে।

১৯২২ সালের পূর্বে বোয়ালদাড় বারোয়ারী দুর্গাপূজা হত। ১৯২২ সালে দুর্গাপূজার সময় অতিবর্ষণে বন্যা দেখা দেয় এবং দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের লোক সিদ্ধান্ত করে আর দুর্গাপূজা নয় বাসন্তী পূজা করা হবে। বাসন্তী পূজার সময় ভালো, গ্রামের মানুষের চাষ আবাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ১৯২২ সালেই প্রথম বাসন্তী পূজা হয়। কয়েক বছর বাসন্তী পূজা ভালো ভাবে হওয়ার পর গ্রামের মধ্যে বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে দলাদলি শুরু হয়। কিছু বছর বাসন্তী পূজা বন্ধ থাকার পর ১৯৪২ সালে নব পর্যায়ে বাসন্তী পূজা শুরু হয়। এই বছরেই বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থার জন্ম। ''একদিন বিকালে আমরা দেখলাম গোসাই বাড়ির বাড়িতে বড়রা কি যেন আলোচনা করছেন। আমি জগদীশ ওখানে বসে পড়লাম। ওখানে উপস্থিত ছিলেন - জ্যোতিশ চন্দ্র গোস্বামী, নিমাই চরণ শীল, সজনী কান্ত রায়, উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, জীতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভুলুদা), অমূল্য সরকার (খুদুদা), জানকী বল্লভ চৌধুরী।..... গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা একমনে শুনছেন আর উমেশ দাদাঠাকুর ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলছেন। তিনি মূল আলোচক। সময় সময় অন্যরাও আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হল; আমাদের গ্রামে আবার বারোয়ারী বাসন্তী পূজো করা হবে। প্রতি বৎসর চাঁদা ধার্য হবে ধান দিয়ে অবস্থা অনুসারে। গ্রামে যাত্রার দল তৈরী হবে। নাটক হবে তিন দিন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী। প্রয়োজন মত বাইরের অভিনেতা নেওয়া হবে।''[১৮] এই সময়টী ছিল ১৯৪১ সালের জুন মাস। সিদ্ধান্ত হয় ''যাত্রা-নাটকের বিষয় বস্তু শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে এবং সম্প্রদায়িকতা ও রুচিহীনতা কখনই নাটক বা পালার বিষয় বস্তু হবে না।''[১৯] ১৯৪২ সালেই বাসন্তী পূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী রাতে অভিনীত তিনটি নাটক হল -

১) মেবার কুমারী -

২) মীনা

৩) বঙ্গবীর

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্য সংস্থায় অভিনীত নাটক-

সপ্তরথী,

পার্থসারথী,

সাজাহান।

'বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্য সংস্থা' কিন্তু প্রধানত যাত্রাভিনয়ের জন্যই এই সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। লোক সংস্কৃতির চর্চাই ছিল সংস্থাটির উদ্দেশ্য। তবে প্রচুর নাটকও অভিনীত হয়েছে। যাত্রা নাটক কেবল বিনোদনের জন্য নয় - যাত্রা নাটকের খোলা মঞ্চ থেকেই তো সরাসরি মানুষের কাছে ভালোমন্দের ইতিহাস তুলে ধরা যায়। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতির আবেদন জানান সম্ভব। ১৯৪৪সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী, অপসংস্কৃতি বিরোধী সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই সময়ের বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থার কর্ণধরেরা হয়ত বা জানত না গণনাট্য সংঘের উৎপতির কথা। কিন্তু ঘোর গ্রামের কিছু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক লোকসংস্কৃতি, গ্রামীন সংস্কৃতি গড়ে তোলা ও অপসংস্কৃতি, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন দেশাত্ববোধক নাটক 'মেবার কুমারী', উপজাতি সমাজকে নিয়ে লেখা 'মীনা', লোকজীবন ও মৈত্রীর নাটক 'বঙ্গবীর' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৪২ সালে পরাধীন, নিস্তরঙ্গ, অনুন্নত, অনাধুনিক, অজ গ্রামীন জীবনে এই উদ্যোগ সত্যই প্রশংসার।

তথ্যসূত্র:

১। দধীচি উত্তরাধিকার বালুরঘাট, সাহিত্য - শিল্প - সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, চৌদ্দশ সাত, মুদ্রণ- ব্যানার্জী প্রেস, লেনিন সরণী, বালুরঘাট ৭৩৩১০১, পৃষ্ঠা ১৩৩।

২। পূর্ববৎ

৩। নাট্যশালার শতবর্ষ স্মরণিকা- পশ্চিম দিনাজপুর,১৯৭৩ সম্পাদক - ড. শিশির মজুমদার। প্রকাশক - পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি, রবীন্দ্রভবন, রায়গঞ্জ (সেকাল থেকে একাল নাট্যচর্চা, পশ্চিম দিনাজপুর বালুরঘাট নাট্যমন্দির নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃষ্ঠা - ৬০।

৪। প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব স্মরণিকা, বালুরঘাট নাট্যমন্দির-১৯৮৩, বালুরঘাট।

৫। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-২২

৬।

৭। প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব স্মরণিকা, বালুরঘাট নাট্যমন্দির -১৯৮৩, বালুরঘাট, (দূর অতীতের পৃষ্ঠা থেকে সুভাস সমাজদার), পৃষ্ঠা-২২।

৮। পূর্ববৎ, পৃষ্ঠা-২২-২৩।
৯। নাট্যশালার শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর-১৯৭৩, সম্পাদক-ড. শিশির মজুমদার, পৃষ্ঠা-৬০-৬৩।
১০। প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব স্মরণিকা উৎসব-১৯৮৩ (দূরঅতীতের পৃষ্ঠা থেকে-সুভাস সমাজদার) পৃষ্ঠা-২০
১১। পূর্ববৎ।
১২। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১৯-২০।
১৩। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-২১।
১৪। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-২৩।
১৫। সাক্ষাৎকার-অমলেশ মিত্র-৩.১২.২০১১।
১৬। শ্রী দিলীপ কুমার বন্ধ্যোপাধ্যায়-বালুরঘাটে স্থায়ী বসবাসকারী চন্দ্রকান্ত বন্ধ্যোপাধ্যায়ের পুত্রাদি- বন্ধ্যোপাধ্যায় বংশের ইতিহাস (অপ্রকাশিত)
১৭। নাট্যশালার শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬৪।
১৮। বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা (১৯৪২-২০০৪) স্মরণিকা, ২৩শে ডিসেম্বর-২০০৪, বোয়ালদাড়, বড়কাশিপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-২-৫।
১৯। নচ্ছেপূরণ, সম্পাদক-মুদ্রণ হোড়, মোবাইল ৯৪৩৪১৪৪৯৩৫, মুদ্রণ ডিজাই স্টুডিও, কলেজপাড়া, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।